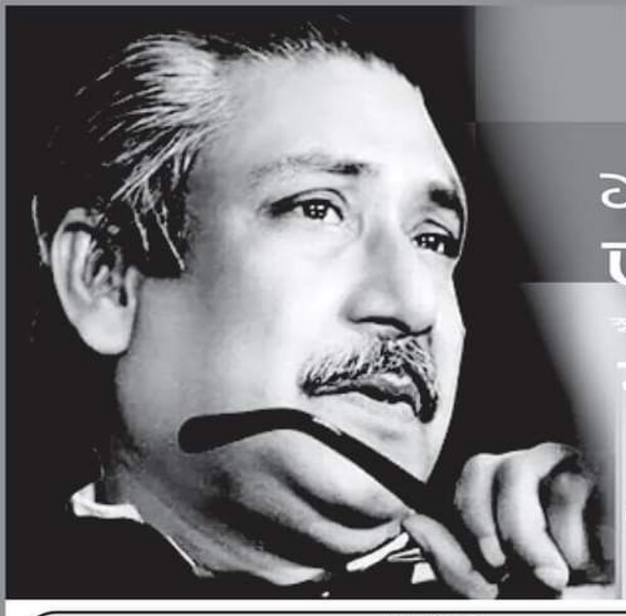

بسم الله الرحمن الرحيم

১৫ আগস্ট

জাতীয় শোক দিবস ২০২০

স্বাধীনতার মহান স্থপতি এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের

৪৫ তম শাহাদাত বার্ষিকীতে বিশেষ ক্রোড়পত্র

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

৩১ শ্রাবণ ১৪২৭
১৫ আগস্ট ২০২০

বাণী

আজ জাতীয় শোক দিবস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী। বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৫ আগস্ট এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। ১৯৭৫ সালের এদিনে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ঘাতকচক্রের হাতে ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাহাদাত বরণ করেন। একই সাথে শহিদ হন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশুপুত্র শেখ রাসেলসহ অনেক নিকট আত্মীয়। এমন ঘটনা কেবল দেশের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল। আমি শোকাহত চিত্তে তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা মহান স্বাধীনতার রূপকার। ১৯৪৮ সালে ভাষার দাবীতে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বসহ ১৯৫২ এর মহান ভাষা আন্দোলন, '৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮ এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, '৬২ এর শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, '৬৬ এর ৬-দফা, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বারবার কারা বরণ করতে হয়।

বঙ্গবন্ধু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে ছিলেন আপসহীন। ফাঁসির মঞ্চেও তিনি বাংলা ও বাঙালির জয়গান গেয়েছেন। দীর্ঘ চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এই মহান নেতা ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশ্যে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম", যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা বিজয় অর্জন করি। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আজ অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। ঘাতকচক্র জাতির পিতাকে হত্যা করলেও তাঁর নীতি ও আদর্শকে মুছে ফেলতে পারেনি। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন জাতির পিতার নাম এ দেশের লাখো-কোটি বাঙালির অন্তরে চির অমলিন, অক্ষয় হয়ে থাকবে।

বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তাই আমাদের দায়িত্ব হবে জ্ঞানগরিমায় সমৃদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করে বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা। তাহলেই আমরা চিরঞ্জীব এই মহান নেতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবো। এবছর বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। ২০২১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হবে। এ দুটি জাতীয় অনুষ্ঠান বাঙ্গালি জাতির ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক। আমি মনে করি এ দুটি অনুষ্ঠান যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য ও মর্যাদার সাথে উদযাপনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারবে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়নে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারবে।

বাংলাদেশসহ গোটাবিশ্ব আজ করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। করোনার প্রভাবে সারাবিশ্ব আজ স্থবির হয়ে পড়েছে। জীবনযাত্রা, কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য, আন্তঃদেশীয় যাতায়াতসহ অর্থনীতি এক মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। বাংলাদেশ সরকার করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি দেশবাসীকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। 'ভয় নয় সতর্কতা' এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্য-আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'রূপকল্প-২০২১', 'রূপকল্প-২০৪১' ও 'ডেল্টাপ্লান ২১০০' ঘোষণা করেছেন। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমি দলমত নির্বিশেষে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই। আসুন, জাতীয় শোক দিবসে আমরা জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করি এবং তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আত্মনিয়োগ করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

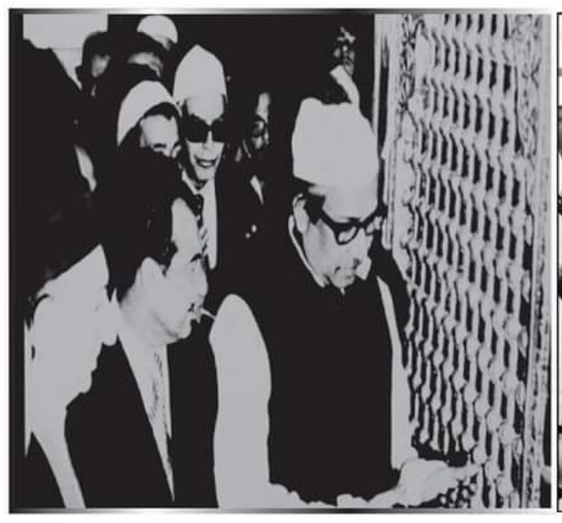

"আমরা লেবাস সর্বস্ব ইসলামে বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে।
আমাদের ইসলাম হযরত রাসূলে করীম (সা) এর ইসলাম,
যে ইসলাম জগতবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র।"

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩১ শ্রাবণ ১৪২৭
১৫ আগস্ট ২০২০

শোকবার্তা

আজ শোকাবহ ১৫ আগস্ট, বাঙালি জাতীয় জীবনের অবিসংবাদিত নেতা, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সংগ্রামের পুরোধা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৫ তম শাহাদাতবার্ষিকী।

বন্দি অবস্থা থেকে ১৯৭২ সালে দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু আত্মনিয়োগ করেন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত অপশক্তির ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তারা একের পর এক চক্রান্তের ফাঁদ পেতেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর বিপথগামী উচ্চাভিলাষী কয়েকজন সদস্যকে ষড়যন্ত্রকারীরা ব্যবহার করেছে ওই চক্রান্তেরই বাস্তব রূপ দিতে। ইতিহাসের ঘৃণিত এসব চক্রান্তকারীরা তাদের ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন করে ১৫ আগস্ট কাল রাতে। তারা শুধু বঙ্গবন্ধুকেই সপরিবারে হত্যা করেনি, হত্যা করেছিল বাঙালি জাতির চেতনা, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে। জাতীয় শোক দিবসে আমি জাতির পিতাসহ শাহাদাতবরণকারী তাঁর পরিবারের সকল সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

তারপর দীর্ঘ প্রায় ২১ বছর পর সংগ্রামের দীর্ঘ বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেশের হাল ধরেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত স্বপ্নগুলো পূরণের লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যার নিরন্তর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আজ সারাবিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেশকে একটি দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমি তাদের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি। আসুন আমরা শোক দিবসে জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে নিজেদের আত্মনিয়োগ করি-আজকের এই দিনে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

মোঃ নূরুল ইসলাম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩১ শ্রাবণ ১৪২৭
১৫ আগস্ট ২০২০

বাণী

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে ঘাতকরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে।

জাতির পিতার সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিন পুত্র ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, দশ বছরের শিশুপুত্র শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর সহোদর শেখ আবু নাসের, কৃষকনেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, বেবী সেরনিয়াবাত, সুকান্ত বাবু, আরিফ, আব্দুল নঈম খান রিন্টুসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে ঘৃণ্য ঘাতকরা এ দিনে হত্যা করে। জাতির পিতার সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিলও নিহত হন। ঘাতকদের কামানের গোলার আঘাতে মোহাম্মদপুরে একটি পরিবারের বেশ কয়েকজন হতাহত হন।

জাতীয় শোক দিবসে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি ১৫ আগস্টের সকল শহিদকে এবং মহান আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।

জাতির পিতার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ছিনিয়ে এনেছিল আমাদের মহান স্বাধীনতা। সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধু যখন সমগ্র জাতিকে নিয়ে সোনার বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র তাঁকে হত্যা করে। এই হত্যার মধ্য দিয়ে তারা বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করার অপপ্রয়াস চালায়। ঘাতকদের উদ্দেশ্যই ছিল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোকে ভেঙে আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে ভূলুণ্ঠিত করা। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতাবিরোধী চক্র '৭৫ এর ১৫ আগস্টের পর থেকেই হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে তারা ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথকে বন্ধ করে দেয়।

জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে মার্শাল ল' জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করে। বিদেশে দূতাবাসে চাকুরি দেয়। স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের নাগরিকত্ব দেয়। রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার করে। রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করে। পরবর্তী বিএনপি-জামাত সরকারও একই পথ অনুসরণ করে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর সরকার গঠন করে। অতীতের জঞ্জাল সরিয়ে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এই ৫ বছরে দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এক নব দিগন্তের সূচনা হয়। আমরা জাতির পিতার হত্যার বিচার শুরু করি। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট সরকার ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে এই হত্যার বিচার কাজ বন্ধ করে দেয়।

দেশের জনগণ ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে পুনরায় বিপুল ভোটে বিজয়ী করে। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে পূর্ববর্তী সরকারগুলোর রেখে যাওয়া অচলাবস্থা এবং বিশ্বমন্দা কাটিয়ে আমরা দেশকে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার কাজ শুরু করি। গত সাড়ে ১১ বছরে আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে 'রোল মডেল'। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। বর্তমান প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের মহামারীর মধ্যেও আমাদের সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমরা জাতির পিতার হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করেছি। জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার সম্পন্ন হয়েছে। একাত্তরের মানবতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে আমাদের সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলের সুযোগ বন্ধ হয়েছে।

স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এবং উন্নয়ন ও গণতন্ত্র বিরোধী চক্রের যে কোন অপতৎপরতা ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের সকলের প্রস্তুত থাকতে হবে। ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারেনি। মুজিববর্ষে জাতির পিতার আত্মত্যাগের মহিমা ও আদর্শ আমাদের কর্মের মাধ্যমে প্রতিফলিত হোক।

আসুন, আমরা জাতির পিতা হারানোর শোককে শক্তিতে পরিণত করি। তাঁর ত্যাগ এবং তিতিক্ষার দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনাদর্শ ধারণ করে সবাই মিলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি। জাতীয় শোক দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

ইসলাম প্রচার প্রসারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান

আনিস মাহমুদ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি তেমনি ছিলেন পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অনুশাসনে বিশ্বাসী একজন প্রকৃত মুসলমান। ইসলামের সুমহান শিক্ষার আলোয় আলোকিত ছিল তাঁর হৃদয়। স্বাধীন দেশে মাত্র সাড়ে তিন বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনামলে ইসলামের খেদমতে তিনি যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তা সমকালীন বিশ্বে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। ইসলাম প্রচার-প্রসারে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের আলেম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি অভিন্ন প্লাটফর্ম থেকে কুরআন ও সুন্নাহর প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামের সুমহান আদর্শ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রচার-প্রসার এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে এ প্রতিষ্ঠানের অবদান আজ দেশে-বিদেশে স্বীকৃত ও সমাদৃত।

হজ পালনের জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা
পাকিস্তান আমলে হজযাত্রীদের জন্য কোন সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা ছিলো না। বঙ্গবন্ধুই প্রথম স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে হজযাত্রীদের জন্য সরকারি তহবিল থেকে অনুদানের ব্যবস্থা করেন।

সমুদ্রপথে হজযাত্রীদের জন্য জাহাজ ক্রয়
বাংলাদেশের হাজীগণ যাতে সমুদ্রপথে স্বল্প ব্যয়ে হজ পালন করতে পারেন এজন্য 'হিজবুল বাহার' নামে একটি জাহাজ ক্রয় করেন।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন
ইসলামী আকিদাভিত্তিক জীবন গঠন ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশকে প্রধান করে বঙ্গবন্ধু 'বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড' পুনর্গঠন ও বোর্ডকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেন।

বেতার ও টিভিতে কুরআন তিলাওয়াত প্রচার
বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বেতার ও টেলিভিশনে অধিবেশনের সূচনা ও সমাপ্তিতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করা হয়।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা), শব-ই-কদর, শব-ই-বরাত উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা
বঙ্গবন্ধুই প্রথম বাংলাদেশে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা), শব-ই-কদর ও শব-ই-বরাত উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন।

মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ এবং ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধকরণ
বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুই প্রথম আইন করে মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে শাস্তির বিধান জারি এবং তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধ করেন।

বিশ্ব এজতেমার জন্য টঙ্গিতে সরকারি জায়গা বরাদ্দ
বাংলাদেশে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু তাবলিগ জামাতের বিশ্ব এজতেমার জন্য টঙ্গিতে সুবিশাল জায়গা বরাদ্দ প্রদান করেন।

কাকরাইলের মারকাজ মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য জমি বরাদ্দ
বঙ্গবন্ধু কাকরাইলের তাবলিগ জামাতের মারকাজ মসজিদের জন্য জমি বরাদ্দ করেন এবং মসজিদটি তাঁরই নির্দেশে সম্প্রসারিত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম তাবলিগ জামাত প্রেরণের ব্যবস্থা
সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট দেশ হওয়াতে সেদেশে বিদেশ থেকে ইসলাম প্রচারের জন্য কেউ অনুমতি পেতনা। সোভিয়েত সরকারের সাথে সুদৃঢ় বন্ধুত্বের সুযোগ কাজে লাগিয়ে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়নে তাবলিগ জামাত প্রেরণের ব্যবস্থা করেন।

আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে আরব বিশ্বের পক্ষ সমর্থন ও সাহায্য প্রেরণ
১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু আরব বিশ্বের পক্ষ সমর্থন করেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থনে মেডিকেল টিমসহ একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী প্রেরণ করা হয়।

ওআইসি সম্মেলনে যোগদান ও মুসলিম বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মুসলিম বিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) সম্মেলনে যোগদান করেন। এ সম্মেলনে ইসলাম ও বাংলাদেশ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু মুসলিম নেতৃবৃন্দের সামনে যে বক্তব্য তুলে ধরেন এতে আরবসহ মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের ভাব-মর্যাদা সমুন্নত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলাম প্রচার ও প্রসারে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইসলামের খেদমতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদানের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ
জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তাপ্রসূত ও উদ্ভাবিত কনসেপ্ট হিসেবে দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে তাঁর আন্তরিকতা ও দিক নির্দেশনায় ৮ হাজার ৭২২ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যা মুসলিম উম্মাহর সাড়ে ১৪শত বছরের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত।

কওমি সনদের স্বীকৃতি প্রদান
কওমি মাদ্রাসাসমূহের দাওরায়ে হাদিস (তাকমিল) এর সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রি (ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবির সমমান প্রদান) বিল মহান জাতীয় সংসদে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে পাস হওয়ার ফলে কওমি আলেমদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হয়েছে।

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ মহান জাতীয় সংসদে 'ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৩' পাস করার মাধ্যমে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

কুরআনুল করীম ডিজিটালাইজেশন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আগ্রহ ও দিক নির্দেশনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৭৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পবিত্র কুরআনুল করীম ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে।

আল্লাহর মেহমানদের সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিতকরণ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী হজ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও প্রযুক্তি নির্ভর কাঠামোর ওপর দাঁড় করানোর লক্ষ্যে ই-হজ ব্যবস্থাপনা চালু, জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি প্রণয়নসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আল্লাহর মেহমানদের সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

দেশের সকল মসজিদে আর্থিক অনুদান প্রদান
বিরাজমান করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব অনুসরণসহ নানাবিধ কারণে মসজিদের আয় হ্রাস পাওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগ্রহ ও আন্তরিকতায় মসজিদের ইমাম মুয়াজ্জিনদের জন্য দেশের সকল মসজিদে ৫ হাজার টাকা হারে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

কওমি মাদ্রাসায় আর্থিক অনুদান প্রদান
করোনাকালীন সময়ে কওমি মাদ্রাসার আয়ের পথ রুদ্ধ হওয়ায় দেশের ১৩ হাজার ৯৪৪টি কওমি মাদ্রাসায় ৮ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সৌন্দর্যবৃদ্ধিকরণ ও সম্প্রসারণ
বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সুউচ্চ মিনার নির্মাণ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকরণ, দক্ষিণ সাহান ও মহিলা নামাযকক্ষ সম্প্রসারণ, আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং এবং ওযুখানা সংস্কার ও সৌন্দর্যবৃদ্ধি করা হয়েছে।

পবিত্র মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীর ইমামের বাংলাদেশে আগমন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দাওয়াতে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো পবিত্র মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীর ইমামগণ বাংলাদেশে আগমন এবং ৬ এপ্রিল ২০১৭ সালে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত উলামা-মাশায়েখ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনের মাধ্যমে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে বাংলাদেশ ও সৌদি সরকারের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮০ হাজার আলেমের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা
মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৮০ হাজার আলেম-ওলামার দীনী দাওয়াতভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

'ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন
বার্ধক্যজনিত কারণে কর্মে অক্ষম ও অসহায় ইমাম-মুয়াজ্জিনদের কল্যাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে 'ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করা হয়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ট্রাস্টভুক্ত ৭ হাজার ৭৪৩ জন ইমাম মুয়াজ্জিনের মাঝে ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

বিনামূল্যে ২১ লক্ষ ৬১ হাজার ৮৪১ কপি কুরআনুল করীম বিতরণ
মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে ২১ লক্ষ ৬১ হাজার ৮৪১ কপি কুরআনুল করীম বিতরণ করা হয়েছে।

জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে জিরো টলারেন্স নীতি
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জঙ্গিবাদ দমনে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছেন। জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, খতিব-ইমাম সাহেবদের সম্পৃক্ত করে জনগণকে সচেতন করা হয়েছে। ফলে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে বাংলাদেশ রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

**ইসলামিক